ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ; একটি অনুসন্ধান-এর সারসংক্ষেপ

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক: গোপা দত্ত

গবেষক: দেবলীনা রায়

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৩২

ভূমিকা

আত্মহত্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল চিরদিনের। অতীত কালে আত্মহনন নিয়ে তেমন তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা না থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আত্মহত্যা নিয়ে পাড়ার মোড়ে, চায়ের টেবিলে, রকের আড্ডায় আলোচনা চালিয়ে গেছে। বর্তমানে যার জের টেনে আলোচনা এসে পৌঁছেছে ভার্চুয়াল আড্ডা তথা সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনাতেও। আত্মহত্যার ঘটে যাওয়ার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু আলোচনার অন্যতম হল আত্মহত্যাকারীর ব্যক্তিগত জীবনে কোন পাওয়া, না-পাওয়া বা হতাশার কাহিনী খুঁজে বের করা, এবং যদি তেমন স্থূল কোন কারণ সেভাবে চোখে না পড়ে সেক্ষেত্রে নিজের নিজের মত করে, নিজের অভিজ্ঞতা ও শোনা গালগল্পের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করা হয়। আর যদি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় কোন কালেকটিভ না-পাওয়ার কাহিনী তাহলে সেখানে আন্দোলন, প্রতি আন্দোলনেরও ঢেউ ওঠে। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা যেভাবে ভারতবর্ষের যুব সমাজ, নিম্নবর্গীয় মানুষের হয়ে বলা কণ্ঠস্বরকে জোরদার করেছিল, নিম্নবর্গের উপর এখনো ঘটে চলা অন্যায়ের যে ছবি জনমানসে ফুটে উঠেছিল, অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের কাহিনী কিন্তু ঠিক তেমন প্রভাব ফেলে নি। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে যে তাৎক্ষণিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা হল বিস্ময়। আপাত দৃষ্টিতে সুখী, বিত্তবান, শিক্ষিত এই যুবকটির আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার ধারণা। আর তাই ঘটনাটি আসলে আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল জনমানস তথা সোশ্যাল মিডিয়া।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে আত্মহত্যার প্রতি নজর যায় সেই স্কুল বয়সেই, যখন মাঝে মাঝেই বাবামায়ের কাছে তিরস্কৃত হয়ে, পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পেয়ে কিংবা হৃদয় ভেঙে যাওয়া চেনা বন্ধুটি বলত আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সে সব ঘটনা আত্মহত্যার রূঢ় বাস্তবকে চেনায় নি তখনো। একবার এক প্রানোচ্ছল বন্ধুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। অমন ক্রমাগত আড্ডা মেরে চলা, সবসময় হালকা মেজাজে থাকা বন্ধুটি কেন আত্মহত্যা করেছে সেদিন জানতাম না, বুঝতেও পারি নি, অনেক পরে শুনেছিলাম বন্ধুটি অবসাদগ্রস্ত ছিল বহুদিন, চিকিৎসাও চলছিল। এভাবেই জীবনে চেনা বন্ধু, প্রিয় তারকা, স্বল্প পরিচিত বা প্রিয় লেখকের আত্মহত্যা বারবার ধাক্কা দিয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে একটি আলোচনা প্রায়শই উঠে আসত। একদল বলত যে আত্মহত্যা করে সে ভীরু, পালানোর মনোভাব তার, আরেকদল বলত না আমি কখনো আত্মহত্যা করতে পারব না, অত সাহস নেই আমার। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম তাহলে আত্মহত্যা কে করে, যে দুঃসাহসী সে, না যে ভীরু সে?

আত্মহত্যাকারী অনেক সময়েই আত্মহত্যার বিপক্ষে সওয়াল করে, এটা তার সচেতন সিদ্ধান্ত, না কি মানসিক ভাবে সে নিজেও জানে না যে সে কখন আত্মহত্যায় উদ্যত হবে, তা বলা কঠিন। আত্মহত্যার সামাজিক দিকটি বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যে আত্মহত্যার বিবরণ ও বিবর্তনের একটি ক্রমচিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য ও সময়কে বুঝে নিতে চাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে আমি দেশ বিদেশে আত্মহত্যার ইতিহাস, আত্মহত্যা বিষয়ে নানা দার্শনিক, মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বাংলা উপন্যাসের আত্মহত্যার ঘটনাগুলির প্রবণতা বুঝতে চেয়েছি। আত্মহত্যা সম্পর্কে সমাজ মানসে যেমন ক্রম বিবর্তন ঘটেছে ঠিক তেমনই উনিশ বিশ শতকের বাংলা ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে আত্মহত্যার রূপ বদলেছে।

আত্মোৎসর্গের মহিমা, ব্যক্তিমানুষের চাহিদা, অপ্রাপ্তির ধারণাকে অতিক্রম করে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে আত্মহত্যার ঘটনাগুলিতে।

গবেষণার অনুসন্ধান সমূহ, উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য

এই গবেষণা সন্দর্ভে আমি অতীত থেকে বর্তমান অবধি পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে আত্মহত্যার যে ইতিহাস তা খুঁজে দেখেছি, সমাজে কীভাবে আত্মহত্যা বিষয়ক ভাবনার ক্রমবিবর্তন হচ্ছে তা খুঁজতে চেয়েছি। ধর্ম, দর্শন, সমাজ রাজনীতি আত্মহত্যা বিষয়ে কী ভাবছে তার উপর নির্ভর করে এবং আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন পাশ্চাত্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার স্বরূপ ও ধরনগুলিকে চিহ্নিত করেছি। এই তত্ত্ব ও সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বাংলা উপন্যাসে প্রাপ্ত আত্মহত্যাকারী চরিত্রগুলির সংকটকে বুঝতে চেয়েছি এবং এই চরিত্রগুলির আত্মহননের মধ্যে দিয়ে লেখক তথা সমকালীন মানসে আত্মহত্যার ধারণা ও প্রবণতাগুলিকে তুলে ধরেছি। আকর ও সহায়ক গ্রন্থের সহায়তায় বিশ্লেষণাত্মক উপায়ে এই গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়

আত্মহত্যার ইতিহাস

প্রাচীন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কবে আত্মহত্যার প্রচলন হয় সেই ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে। আত্মহত্যার ইতিহাস প্রাচীন, সভ্যতার জন্মের আগেই তথাকথিত অসভ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মহত্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড ফিলিপের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ডস' বইতে প্রথম 'সুইসাইড' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও আত্মহত্যার ইতিহাস আরো বহু প্রাচীন। সে সময়গুলিতেও আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক - এই দুই ভিন্ন মাত্রা ছিল। এস্কিমোদের মধ্যে যেমন বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষটি খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম এবং গোষ্ঠীর অপরের

কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়লে নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিত। এছাড়াও রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আত্মহত্যার শরণাপন্ন হওয়াও প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর একটি ধরন ছিল। একজন ট্রবিয়্যান্ডারকে কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হলে সে তাল গাছের মাথায় উঠে দোষারোপকারী ব্যক্তির নামোচ্চারণ করে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতো ।

প্রাচীনতম আত্মহত্যার উল্লেখ কবে কোথায় পাওয়া যায় তাও দেখার চেষ্টা করেছি। প্রাচীনতম আত্মহত্যার বর্ণনা যা পাই তা হল একটি মিশরীয় প্যাপিরাস যার নাম 'এ ডিসপিউট ওভার সুইসাইড' (মতান্তরে 'দ্য ডায়ালগ অফ এ মিস্যানথ্রোপ উইথ হিজ ওউন সোল')। এর রচয়িতার কোন নাম পাওয়া যায় না। মনে করা হয় ২২৮৩ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালের মধ্যে কোন মিশরীয় এটি রচনা করেন। ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখিত বিভিন্ন আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। ইহুদিদের মধ্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদি ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন শেষ করার অধিকার একমাত্র ঈশ্বরের। কেবলমাত্র যখন কেউ হত্যা, যৌন ব্যাভিচার প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী তখন আত্মহত্যা মান্যতা পেত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যাকে দেখার ধরন বদলেছে। কখনো আত্মহত্যাকারীকে আত্মহত্যার যথাযথ কারণ দেখাতে বলা হয়েছে, আবার একই সঙ্গে আত্মহত্যাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে দাগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারকেও যথেষ্ট সাজা দেওয়া হয়েছে। দেশ কাল ধর্ম সমাজ ভেদে আত্মহত্যা বিষয়ে ভাবনা ও তার ক্রম বিবর্তনকে পড়তে চেয়েছি আমরা। ব্যক্তিগত আত্মহত্যা বলতে মূলত মর্যাদা রক্ষার্থে, যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পেতে, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে, প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি কে হারিয়ে, পবিত্রতা রক্ষার্থে আত্মহত্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রিক ও রোমানদের মধ্যেও আত্মহত্যার ধারণা বারবার বদলেছে। দার্শনিকদের

মধ্যেও এই নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে মর্যাদার ধারণা অত্যন্ত উঁচু এবং আত্মহত্যা তাদের কাছে ছিল মর্যাদাহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায়।

বন্দিত্ব এড়াতে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে গ্রিক যুদ্ধার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন ছিল। সেন্ট অগাস্টিন থেকে সেন্ট থমাস পর্যন্ত আত্মহত্যা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত স্থাপিত, প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে এমন অনেক ঘটনার কথা জানা যায় যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত বা অসফল আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটানোর ফলে সেই ব্যক্তিকে চার্চ-এর পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিছু সময় পরে চার্চের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আত্মহত্যাকারীর মৃত্যুর পর তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ কে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ক্যাথলিক চার্চ গুলিতে আত্মহত্যার ভাবনা নিয়ে আলোচনা জারি থেকেছে। এমন একটা সময় এসেছে যখন চার্চ অবৈধ ও বৈধ এই দুই প্রকারের আত্মহত্যার কথা বলছে, আসলে আত্মহত্যাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না তখন।

পাশ্চাত্যে আত্মহত্যার ইতিহাসের পাশাপাশি আমরা মূলত এশিয়ার কিছু দেশের আত্মহত্যার কথা জেনেছি, জাপানের প্রসঙ্গ এসেছে, যোদ্ধাদের ভুল বা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিংবা নিজেকে অসম্মানের হাত থেকে মুক্তি দিতে বা নিজের দেশ বা ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য আত্মহত্যাই ছিল সেখানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পথ।

মুসলিম, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মে তথা তাদের ধর্মগ্রন্থে আত্মহত্যা নিয়ে কী ধরনের বক্তব্য রাখা হচ্ছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আত্মহত্যার অতীত ইতিহাসকে খুঁজতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। ইসলাম ধর্মে নির্দোষকে হত্যা ও আত্মহত্যা সমানভাবে নিষিদ্ধ। কোরানে বলা হয়েছে যে আমাদের জীবনের মালিক আমরা নই, সুতরাং তা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই।

কেবলমাত্র আল্লাই আমাদের জীবনদান করেন সুতরাং 'আত্মা'কে হত্যার অধিকারও কেবল তাঁর। আত্মহত্যা আসলে ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণকে জাগতিক ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে ধর্মপাসকরা মনে করেন। কারণ এটি একটি অলৌকিক বা অতিজাগতিক অবস্থান। সমস্ত দুঃখ থেকে বিমুক্তির অবস্থা। এই ধ্রুব অবস্থানকে মৃত্যু পরবর্তী ধ্রুব অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় না, আসলে নির্বাণ কোন স্বর্গ নয়,যেখানে লোকান্তর আত্মা অবস্থান করে। বৌদ্ধ নির্বাণ ও হিন্দু মোক্ষ, এর মধ্যে এই পার্থক্য যে বৌদ্ধরা কোন শাশ্বত আত্মা বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। সতীদাহ, জৌহর, প্রায়োপবেশন- আত্মহননের নানা উদাহরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার মত একটি জরুরি বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েও প্রাচ্য দার্শনিকরা সেভাবে আত্মহননের সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে নিয়ে আগ্রহ দেখাননি। ধর্মশাস্ত্রকারদের লেখা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টাকে গুরুতর পাপ বলে মনে করা হত। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা তুলে ধরেছি দেশ কাল ভেদে জনপ্রিয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা জনপ্রিয় চরিত্রদের আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মহত্যার ধারণা: অতীত থেকে বর্তমান

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁর সময় থেকে আত্মহত্যা বিষয়ে মনোভাব অনেকটাই বদলে যেতে থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার সম্প্রসারণের ফলে এই ভাবনা তৈরি হয় যে প্রত্যেকের ভাগ্য বা পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। এই সময় থেকে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ধারণাও বদলাতে থাকে। আত্মহত্যায় শাস্তি, প্রায়শ্চিত্তের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথাও আসে। মনোদর্শন ক্রমাগত আলোচনায় ঢুকে পড়ে। শিল্পের প্রসারের ফলে একদিকে যেমন

জন্ম নেয় এই ব্যক্তিতাবোধ, অন্যদিকে তারই সূত্র ধরে হাজির হয় বিচ্ছিন্নতা। একদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, গরীবী, যথাযথ ভবিষ্যতের অভাব – মানুষকে চিন্তিত করে তোলে, এই সময় থেকে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ধারণাও বদলাতে থাকে। আত্মহত্যাকে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে মানুষের ব্যক্তিতার কথা বলেছি এবং বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যে আত্মহত্যার গভীর সম্পর্ক আছে তা দেখাতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক, কান্ট, হেগেল, ফয়ারবাখ, মার্কস, ফ্রয়েড ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ভাবনাকে তুলে ধরতে চেয়েছি সংক্ষেপে। এরপর আমরা আত্মহত্যার ধারণাকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও মনোবিদের আলোচনা ও আত্মহত্যা বিষয়ে তাঁদের তত্ত্বকে আত্মস্থ করতে চেয়েছি। জ্যঁ পিয়ের ফ্যালরেট, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্ক্স, মাসারিক, কার্ল মেনিঙ্গার, বক্তব্যকে বিশদে পড়তে চেয়েছি আমরা। ফ্যালরেট প্রথম আত্মহত্যাকে যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধার চেষ্টা করেন। ফরাসী পুলিশ অফিসার Jacques Peuchet প্যারিসের মহিলাদের আত্মহত্যা নিয়ে যা লিখেছিলেন তার অনুবাদ সহযোগে নিজের কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন এতে মার্ক্স, যা পরে Eric Plaunt ও Kevin Anderson সম্পাদিত 'মার্ক্স অন সুইসাইড' হিসেবে প্রকাশিত হয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আত্মহত্যায় উদ্যত হয় তা বদলাতে চেয়েছেন মার্ক্স। এই Alteration of system এর বিষয় থেকেই তিনি আত্মহত্যার আলোচনায় ঢোকেন। আত্মহত্যার পিছনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়াও সমাজের প্রভাব কত গুরুত্বপূর্ণ তা ডুর্খেইম দেখিয়েছেন। মনোসমীক্ষণের দিক থেকে আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন মেনিঙ্গার।একবিংশ শতাব্দীর অ্যান্ড্রু সলোমনের বিষাদ ও আত্মহত্যার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাও ঠাঁই পেয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। গবেষণা করতে গিয়ে আমি বর্তমান সময়ের একজন সাইকোলজিস্ট ও একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি, আত্মহত্যা সম্পর্কে

তাদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেই নাতিদীর্ঘ দুটি সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যাকে বুঝতে ও উপন্যাসে আত্মহত্যাকারীর সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করতে এই সাক্ষাৎকার দুটির ভূমিকা অপরিসীম।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ

আধুনিকতার এক পরিণাম হল আত্মহত্যা। আধুনিকতার অপর পরিণাম তথা আধুনিক বাংলা উপন্যাসে কেন আমরা আত্মহত্যা এত বেশি করে পাব তা খতিয়ে দেখব এবার। এই অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের প্রধান ও সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ, ধরণ ও কারণ খোঁজার চেষ্টা করব। এই অধ্যায়ের শুরুতে পৌরাণিক কাহিনী তথা রামায়ণ মহাভারতের নানা আত্মহত্যার ঘটনার উল্লেখ করেছি এবং পাশাপাশি মধ্যযুগের নানা সাহিত্যশাখায় আমরা আত্মহত্যার বিভিন্ন রূপ খুঁজেছি অতি সংক্ষেপে। এই আত্মহত্যাগুলি উল্লেখ করার মূল কারণ এই, যে পরবর্তী ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের শুরুর পর্যায়ে এই আত্মহত্যার কয়েকটি রূপ বা প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে। কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক সমাজে মধ্যবিত্তের আগমনে চাকরির জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষার প্রসারে পাঠ্যপুস্তক গদ্য না অন্যান্য গদ্যের রচনা শুরু হয় এবং শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এই সময় ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার পাশাপাশি তৈরি হল ব্যক্তিতাবোধ। উনিশ শতকে উপন্যাস তৈরি হয়েছে ব্যক্তিমানুষের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়েই, আধুনিকতার অপর পরিণাম আত্মহত্যা, মূলত উপন্যাসেই এইসময় কিছু আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি করেছেন লেখকেরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিক, রমেশচন্দ্র দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশররফ হোসেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের নির্বাচিত উপন্যাসে কিভাবে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা কতটা গল্পের খাতিরে,কতটা সমাজের দলিল হিসেবে উঠে এসেছে সেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি । পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত নানা আত্মহত্যার তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি এই আত্মহত্যাগুলিকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মূল্যবোধের কথা। কখনও সে মূল্যবোধ উপন্যাসের চরিত্রের মূল্যবোধ – আবার কখনো লেখকের সামাজিক মূল্যবোধও তাঁর উপন্যাসে হত্যা বা আত্মহত্যার মত ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। বীরেন্দ্র সিংহের অকুতোভয় আত্মত্যাগ, দারার রাজপুত পত্নীর আত্মত্যাগ কিংবা চঞ্চলকুমারীর বিষপানের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মাহুতির ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আয়েষার আত্মহত্যার চেষ্টা, রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা কিংবা কাহিনির শুরুতে প্রতাপ-শৈবলিনীর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত – এই সবই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধের ফলাফল। আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই সর্বপ্রথম আত্মহত্যার পিছনে থাকা ‘নিঃসঙ্গতা’ নামক সমাজের প্রকৃত অসুখটি ধরা পড়েছে। ‘কপালকুণ্ডলা’র আত্মহত্যাকে অন্যান্য উপন্যাসের আত্মহত্যার মতো পার্থিব কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই পাঠকের মনের সহজ যৌক্তিকতা দিয়ে একে বিচার করাও যায় না। যদিও আমাদের মনে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে শুরু হওয়া এই আধুনিকতার যথাযথ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন নি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা। বারবার একই প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে এই সময়ের উপন্যাসগুলিতে এবং সেই আত্মহত্যার অনুষঙ্গগুলিও কিছু সামাজিক তথা প্রচলিত মোটিফের ক্রমাগত পুনর্নির্মাণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই আত্মহত্যাগুলিতে পাঠকের মনে অস্বস্তি উৎপাদক তেমন কিছুই ছিল না। কারণ প্রেমে, দুঃখে, অভিমানে, জিঘাংসায়, অপ্রাপ্তিতে যে আত্মহত্যা তা আমাদের মনে খানিকটা সহানুভূতি তৈরি করে। আর দেশ, ধর্ম, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ তো শুধু

সহানুভূতি নয় বরং গর্ববোধও তৈরি করে। কিন্তু তা আধুনিক মানুষের জটিলতা ও বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হয়ে প্রকাশ পায় নি তখনো। অন্যদিকে আত্মহত্যা ছিল লেখকদের কাছে সব সমস্যার এক অভাবনীয় ওষুধ। যেখানেই কাহিনিতে জটিলতা, দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, সেখানেই Dues Ex Messina-র মতো আত্মহত্যার আমদানী করে কাহিনিকে স্বস্তি দান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যা: আধুনিক মানুষের সংকট

উনিশ শতকের ভাবালুতা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিবর্তে বিশ শতকের বাস্তবতা ও আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম হল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে আদর্শায়ন ঘটিয়েছিলেন তার পরিবর্তে বাস্তবতা স্থান পেল এই যুগের উপন্যাসে। মনোদর্শন খুব বড় হয়ে উঠল, 'আঁতের কথা' বলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথও। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক টালমাটাল অবস্থায় বাংলা সাহিত্য নানাভাবে প্রভাবিত হয়। একদিকে যেমন সরাসরি এই ঘটনাবলী, আন্দোলন,যন্ত্রণা বা ব্যর্থতার কাহিনী ঠাঁই পেল সাহিত্যে তেমন সমাজ নির্ণীত এক মনন নিয়ে লিখতে বসলেন একদল ঔপন্যাসিক। এই অধ্যায়ে বিশ শতকের যুগধর্ম আলোচনা করেছি ও প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে, উনিশ শতকের একদম শেষভাগে ও বিশ শতকের শুরুতে তাঁর উপন্যাসে অতি সামান্য কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এলেও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে উপনিষদের জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন আত্মহত্যাকে তিনি অনেকসময়েই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবুও তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আত্মহত্যাদুটি মানুষের জটিল আধুনিক মননেরই পরিচায়ক। যা ভালো, যা ঠিক যা স্বাভাবিক তাকেই বেছে নেওয়ার সহজ সমীকরণ দিয়ে আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে যে ব্যক্ত

করা যায় না তা ননী চরিত্রটি যেন প্রমাণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে কোথাও আধুনিকতার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠেছে নাকি কেবল উনিশ শতকীয় ভাবনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে তা খতিয়ে দেখেছি এই অধ্যায়ে। ছোটগল্প আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র নয়, তাই আমরা কেবল একটি-দুটি গল্পের উল্লেখ করে বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে বরং আধুনিক মানুষের সংকট ও সেই সঙ্গে যুক্ত কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ বহু বার এসেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা প্রভাতকুমারের লেখায় আধুনিকতার সেই সংকট আমরা খুঁজে পাইনি বরং জগদীশ গুপ্তের লেখায় আমরা আত্মহত্যার কারণ হিসেবে 'আত্মনিগ্রহ' এর মত নিছক আধুনিক ও স্বার্থপর একটি শব্দ খুঁজে পাচ্ছি। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় বেশ কিছু আত্মহত্যার নিদর্শন আমরা পেয়েছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আত্মহত্যায় সমাজের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে। ডুর্খেইম Anomic আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অর্থৈনৈতিক Anomy-র সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের Anomy-র কথাও বলেছিলেন।মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দোপাধ্যায় ,বিমল কর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, শংকর, নবারুণ ভট্টাচার্য ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়দের নির্বাচিত কিছু উপন্যাস অনুকরণে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে আমরা সময়ের অস্থিরতা তথা সমাজের ব্যর্থতার ভূমিকা খুজেছি। এই পর্বের লেখকেরা সচেতনভাবেই আত্মহত্যাকে কোন নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে বেঁধে ফেলার ছককে আর মানতে চাইলেন না। জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু বা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি চরিত্রগুলির আত্মহত্যা প্রসঙ্গে যে স্বভাবিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় যত পাঠককে বিস্মিত করে। কেবল ব্যক্তিগত কোন শোক, অপ্রাপ্তি থেকে অত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না তারা। সামাজিক আলেখ্য নির্ভর এইসব লেখায় সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি এসেছে সমাজের ভেঙে পড়া নৈতিক বোধের কাহিনীও। কোনোরকম আড়াল না রেখেই

তারা নগ্নভাবে আত্মহত্যার কারণরূপে বিচ্ছিন্নতাকে বা একাকিত্বের বোধকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাইলেন। কেউ কেউ কোন ব্যাখ্যাই করলেন না। ক্রমাগত আত্মহত্যা করতে থাকা আধুনিক মানুষ কিভাবে সেই আত্মহত্যাকেও মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে সে কথাই বলেছেন। এই আত্মহত্যাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া সন্দীপনের উপন্যাসের একটি বড় লক্ষণ। এক অতি স্বাভাবিক সত্য হিসেবে আত্মহত্যার কথা বলে গেলেন অনায়াসে। এই অধ্যায়ের লেখকদের রচনায় যে আধুনিকতার সন্ধান পাই তা যে সময়ের ফসল এবং আধুনিক মানুষের সংকট তা বলাই বাহুল্য। কোনো নীতিগত প্রশ্নে নয় বরং সুস্থ ভাবে, নিজেকে জেনে বুঝে প্রতিদিন তিল তিল করে আত্মহত্যা করছে যে আধুনিক মানুষ, তাদের কথা উঠে এসেছে এই পর্বের গল্পে ও উপন্যাসে। আধুনিক সময়ের সিম্পটম্ হিসেবে আত্মহত্যাকে অস্বীকার করতে পারেন না বিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা। দুঃখ, হতাশা, অপ্রাপ্তি, শোকের মতো কোনো কারণ নির্ণয় করার চেষ্টাও করেন না তাঁরা, শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অকারণ আত্মহত্যার বিলাসিতা থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আত্মহত্যার পিছনে থাকা সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রসঙ্গ আসে। আপাত দৃষ্টিতে অনেকসময় তা Altruistic বা Egiostic আত্মহত্যার রূপ ধরে থেকেছে হয়ত, কিন্তু উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গেলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কথা বারবার তুলে ধরেছেন তাঁরা। হারবার্ট যখন আত্মহত্যা করে, তখন তাকে পাগলামি হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। কারণ ব্যক্তি হারবার্টকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভুলে যাওয়া যায় না তার তৈরি হয়ে ওঠার বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে। সরাসরি বিদ্রোহের বা বিস্ফোরণের কথা না বললেও সমাজের ঠিক করে দেওয়া স্বাভাবিকতার সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে চায় বিমল করের উপন্যাসের চরিত্রেরা। এই সময়ের

উপন্যাসের আত্মহত্যাগুলি বারবার পলায়নের কথা মনে এলেও কিন্তু এই পলায়ন কিন্তু ব্যক্তি আমি-র ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পালানো মাত্র নয়। সমাজের বিরুদ্ধে এ তার প্রতিবাদ।

উপসংহার

আধুনিক আত্মহনন: অকারণ হনন, নাকি সমবেত হনন?

আত্মহত্যা বিষয়ে সমাজ ও উপন্যাসে প্রবণতার ও ধারণার যে বিবর্তন মাথায় রেখেই বলতে চেয়েছি যে 'অকারণ' আত্মহত্যা বলে আমরা কি দাগিয়ে দিচ্ছিনা সেইসব আত্মহত্যাকেই যার পেছনে আসলে সমাজ, রাজনীতি বা রাষ্ট্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি? ভারতবর্ষের মত দেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে, চুণী কোটাল বা রোহিত ভেমুলাদের বেঁচে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন কেবল মনোবিকলন বা একাকিত্বের কথা বলে 'অকারণ' আত্মহত্যা খোঁজা কি খানিকটা বিলাসিতা নয়।সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি, চুণী কোটালকে নিয়েই তো মহাশ্বেতা দেবী 'ব্যাধখণ্ড' লিখবেন। আমরা তাই সমাজ কর্তৃক আত্মহত্যার কথা বলতে চেয়েছি, আত্মহত্যাকে 'সমবেত হনন' হিসাবে দেখতে চেয়েছি যেখানে কেবল আত্মহত্যাকারী নয়, দায়ী সকলেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মাহুতি,ব্যক্তিগত আত্মহত্যা, মনোবিকলন ও অকারণ আত্মহত্যার স্তর পেরিয়ে সমাজ নির্ণীত আত্মহত্যার দিকে পাঠককে তাকাতে বাধ্য করেছেন। তাই আত্মহত্যার পেছনে থাকা ভেঙে যাওয়া মন, জিনগত সমস্যার কথা ভাবলেই হবে না, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রের ধারণা, এই সব সব কিছুর খতিয়ে দেখে তবেই আত্মহত্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব। গবেষণা কালে উনিশ বিশ শতকের আত্মহত্যা, সময়ের প্রবণতা বুঝতে যে যে উপন্যাস নিয়ে কাজ করেছি, তার বাইরেও অনেক অনেক উপন্যাস বাকি রয়ে গেল নিশ্চয়, ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরো পড়াশোনা ও গবেষণা করার ইচ্ছে রইল।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা আকর গ্রন্থ

- কর, বিমল, *উপন্যাস সমগ্র ৩*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- কর, বিমল – *উপন্যাস সমগ্র* ৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ – *হরিষে বিষাদ অথবা নায়ক-নায়িকা শূন্য উপন্যাস* (দ্বিতীয় সংস্করণ), শ্রী শরৎকুমার লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩০৪
- *বাংলা গল্প সংকলন* (চতুর্থ খণ্ড), গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল(সংকলন ও সম্পাদনা), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৬
- গুপ্ত, জগদীশ – *জগদীশ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৬
- গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ – *নগেন্দ্র গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ??
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০
- চট্টোপাধ্যায়,শক্তি-*গদ্যসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড,আখ্যানবিচিত্রা,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯৭

- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-১*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০০৬
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-২*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১২
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-৩*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১৫
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৫
- চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ- *নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ*, রায় দেবেশ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী* (উপন্যাস সমগ্র), বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬
- দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (১ম খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (২য় খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- নন্দী, মতি- *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৮
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৮

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, ১৩৮২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৯১
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৮৯
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (অষ্টম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৯২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৯৮৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ – *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৪০৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক – *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
- বসু, বুদ্ধদেব – *নির্জন সাক্ষর*, ডি.এম.লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬, ১৯৫১
- বসু, শ্রীমনোজ – *ভুলি নাই*, বেঙ্গল পাবলিশার্স,১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫২
- বসু, সমরেশ – *মহাকালের রথের ঘোড়া* , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, ১৯৮৮

- ভট্টাচার্য, নবারুণ – *উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, ২০১৩
- মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *ফুলজানি*, শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ১৩০০
- মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *শক্তি-কানন*, শ্রী শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার দ্বারা ৩১ সাঁকারিটোলা হইতে প্রকাশিত, ১৮০৯ শক
- মিত্র, নরেন্দ্রনাথ – *চেনামহল*, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭, ১৩৬১
- মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (প্রথম খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২
- মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২
- শংকর- *নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, ১৯৬৬
- হোসেন, মীর মশাররফ – *বিষাদ সিন্ধু*, আল আমান, আবদুল আজিজ (সংকলন ও সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

- কর, বিমল - *উড়ো খই*, দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯১৪

- কামু, আলব্যের – *দ্য মিথ অফ সিসিফাস,* চাকলাদার, মনোজ (অনুবাদ), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা) – *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭
- গুপ্ত, ক্ষেত্র - *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০১৩
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮
- ঘোষ, শৈলেশ্বর – *আত্মহত্যা কী কোনো সমাধান?* দ্র. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.) – ক্ষুধার্ত সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১
- চক্রবর্তী, অরিন্দম – *'মরিবার হল তার সাধ', ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস,* অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
- চৌধুরী, ডঃ সুকোমল(সম্পা.) *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন,* বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – গ্রন্থমালা ২, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা,১৯৭৬

- *পৌরাণিক অভিধান*, সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র - *আত্মহত্যার অধিকার*, দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩
- বসু, পথিক – *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৮, ১৯৯৩
- বসু, রামদুলাল – *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮
- বাংলা উপন্যাস: *বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* (সম্পা. সুবল সামন্ত), এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১১
- বিশ্বাস, অনিল – *বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য* [১৯০১-১৯৫২], প্রথম খণ্ড (উপন্যাস), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট; কলিকাতা, ১৯৫২
- ভট্টাচার্য, বামনদেব (বঙ্গানুবাদ) – *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা*, ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী – *সতী, প্রবন্ধসংগ্রহ* ১, গাঙচিল, 'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০০১১, ২০১৪

- রায়, অলোক – *বিশ শতক* , প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১০
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ – *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ২০০০
- লাহিড়ী, রণবীর - *চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল: পাগলামি-পলায়ন-প্রতিবাদ: একটি আত্মহত্যার রিপোর্ট*, দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২, বিজয়গড়, কোলকাতা, ২০১০
- সেনগুপ্ত, অমলেন্দু – *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর* , পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯৭
- সেনগুপ্ত, অমলেন্দু – *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬

ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রিকা

- Bradatan, Cristina - *About Some 19th Century Theories of Suicide – Interpreting Suicide in an East European Country*, International Journal of Comparative Sociology 48(5), 2001
- Durkheim, Emile*, Suicide – A Study in Sociology*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1922

- Evans, Glens, Farberow, Norman L, Kennedy Associates, *The Encyclopedia of Suicide* (2nd edition), Fasts on File, Inc, New York, 2003
- Hume, David- *Essays on Suicide and the Immortality of the Soul*, Fleet Street and Patterton Row, 1783
- Falret, Jean-Pierre, *De L'hypochondrie et du Suicide*, 1822
- Freud, Sigmund – *Beyond the Pleasure Principle*, Hubback C.J.M(Translation), Vienna: International Journal of Ethics for October, 1895
- James William- *Is Life Worth Living?* Published in the International Journal of Ethics, October, 1985.
- Marcuse, Herbert – *Eros and Civilization*, (2nd Ed.), London: Routledge, 1987
- Marx, K- *Capital*, (3 Vol), Moscow, Progress Publishers, 1977
- Marx, K- *Economic and Philosophical Manuscripts*; Moscow, Progress Publishers, 1977
- Marx, K - *Peuchet: On Suicide*, Geselleschaftsspiegel Rd. II, Heft VII; 1846

- Masaryk, Thomas G. - *Suicide and the Meaning of Civilization*, Translated by W.B Weist and Robert G. Batson, Chicago: University of Chicago Press, 1970[1881]
- Menninger, Karl - *Man Against Himself*, Harcourt, Brace and World, Inc. New York
- Merian, *Memoir Sur Le Suicide*, Berlin, Royal Academy of Science & Bells Letters, 1763
- Ross, *Christopher- Mishima's Sword*, Travel in Search of a Samurai Legend, Fourth Estate- HarperCollins, London
- Solomon, Andrew – *The Noonday Demon, An Anatomy of Depression,* Vintage (Penguin Random House UK), 20 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2SA, 2001
- Thakur, Upendra - *The History of Suicide in India, An Introduction*, Oriental Publishers and Booksellers, Nai Sarak, Delhi
- Turnball, Stephen R (1977), *The Samurai: A Military History*. New York, MacMilan Publishing Co.

তত্ত্বাবধায়ক

গবেষক